যুগান্তর

পৃষ্ঠা 6 7 FEB 2017

ই-নাইন ফোরামের সম্মেলন আজ শেষ

এসডিজি অর্জনে ঢাকা ঘোষণায় ৮ দফা প্রতিশ্রুতি

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা বিশ্বের ৯ জাতির ফোরাম ই-নাইন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সোমবার আট দফা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে। ৯ দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'ঢাকা ঘোষণা' নামে এসব প্রতিশ্রুতি এলো। এগুলো বাস্তবায়নে নয়টি দেশ কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন, শিক্ষায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, পারস্পরিক উদ্যোগ বিনিময়ে একমত হয়েছে।

ঢাকায় রোববার তিন দিনের এই সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার দুপুরে ইউনেস্কোর সহকারী মহাপরিচালক ড. কিয়ানতাংয়ের উপস্থিতিতে ই-নাইনের চেয়ারপারসন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি ও কর্মসূচি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষায় দেশগুলোর বিদ্যমান সাধারণ ও আলাদা সমস্যা বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে এই ঘোষণা গৃহীত হয়েছে। প্রত্যেক দেশ এই ঘোষণার ভিত্তিতে ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষায় এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে পদক্ষেপ নেবে। এই ঢাকা ঘোষণা ভবিষ্যতে মানবজাতির বড় দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশের বাস ই-নাইনভুক্ত এসব দেশে। এই মুহূর্তে বিশ্বের মোট নিরক্ষর মানুষের ৭০ শতাংশই এসব দেশে বাস করে। তাই তাদের উন্নয়নই বিশ্বের উন্নয়নের নামান্তর। আমরা বাংলাদেশ ই-নাইনের চেয়ার হিসেবে শিক্ষার উন্নয়নে বাকি দেশগুলোকে সব ধরনের চেষ্টা ও সহযোগিতা করব।

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ড. তাং বলেন, আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক কর্মক্ষেত্রের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিক্ষায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সম-উন্নয়ন। শিক্ষায় মানউন্নয়ন এবং সবাইকে একীভূত শিক্ষা নিশ্চিতই এসডিজির প্রধানতম লক্ষ্য। সেই বিবেচনায় ই-নাইন যে দলিল গ্রহণ করেছে তা পৃথিবীর জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে। সংবাদ সম্মেলনে ভারতের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী উপেন্দ্র কুশওয়াহা এবং বাংলাদেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই ঘোষণা বাস্তবায়নে ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

এসডিজি অর্জনে ঢাকা ঘোষণা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যদি বাড়তি কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় তা স্ব স্ব দেশ ব্যবস্থা করবে। এজন্য বাইরে থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে না। তবে প্রত্যেক দেশ শিক্ষায় যে বাজেট বরাদ্দ করে, তাতেই ঘোষিত কর্মসূচি ও প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্ভব। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষার মানের সুনির্দিষ্ট কোনো সূচক নেই। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলে আসছে। আমরা মনে করি, শিশুর জন্য শ্রেণীভিত্তিক যে পাঠ্যবই দেয়া হয়, তার জ্ঞান যথাযথভাবে অর্জন করতে পারলেই তা বয়সভেদে শিক্ষার মান অর্জনের নির্দেশক। তিনি বলেন, এসডিজিতে গুণগত উন্নয়নের কথা এসেছে। ই-নাইনের এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে দুনিয়াব্যাপী শিক্ষায় নারী-পুরুষ সমতা অর্জন, ঝরেপড়া রোধ, শিশুর স্কুলেভর্তি, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বয়স্ক নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করাসহ নানা দিকের উন্নতি ঘটবে। এসডিজি অর্জন ও বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমরা নির্ধারণ করেছি। সম্মেলনের বাকি একদিনে এই ঘোষণা বাস্তবায়নে করণীয় ও কৌশল আলোচনা হবে।

দেশের স্কুলগুলোতে কোচিং না করলে শিক্ষার্থীদের নানাভাবে হয়রানি করা সংক্রান্ত সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অস্বীকার করছি না— এরকম একটা বাস্তবতা আমরা মোকাবিলা করছি। তবে এ নিয়ে আরেক দিন কথা বলব। রোববারের এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয় পত্র প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী কোনো জবাব না দিয়ে বলেন, এ নিয়ে আরেক দিন আলোচনা করব। আট দফা ঘোষণার মধ্যে আরও আছে, আগামী বছরগুলোতে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি; এমডিজির অতীত অর্জনের আলোকে প্রত্যেক দেশ এসডিজির বৃহত্তর ক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করবে; পারস্পরিক কর্মসূচি, বৃত্তি, ইন্টার্নশিপ ইত্যাদি বিনিময়। প্রতি দু'বছরে মন্ত্রিপর্যায়ের অন্তত একটি বৈঠক অনুষ্ঠানসহ ই-নাইন ফোকাল পয়েন্ট ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠক করা। এসডিজির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল গঠনের চেষ্টা।